আন্তর্জাতিক আইনের মিথ্যাচার

বিশ্ব দেখেছে 'আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনালের' গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা সত্ত্বেও ইহুদি তাগুতটিকে অতিথি আপ্যায়ন করলো এমন এক রাষ্ট্র, যে নিজেই সেই আদালতের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন! আর যারা মনে করেছিলো সে রাষ্ট্রের সৈনিকরা তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিবে, তাদের আশায় গুড়েবালি দিয়ে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে সামরিক সম্মান প্রদর্শন পূর্বক তাকে বরণ করে নিলো! এভাবেই তারা অবজ্ঞা ও অবমাননার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলো সেই আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্তের প্রতি —যারা কেবল দুর্বলদেরই শিকার করতে জানে।

এই কুফরি বিচারালয়গুলোর প্রতি যারা ঈমান রাখে তারা বলছে, ঘটনাটি 'আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচারের মুখে এক চপেটাঘাত'! অথচ, গ্রেপ্তারি পরোয়ানাটি জারি হওয়ার পর তারাই বলেছিলো এটি একটি "ঐতিহাসিক মাইলফলক" এবং "আন্তর্জাতিক আদালতের বিজয়"! সেদিন তারা এই সিদ্ধান্তকে ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইহুদিদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক লড়াইয়ে "একটি বড় সাফল্য" মনে করে আনন্দ-উদযাপন করেছিলো। যদিও তাদের তথাকথিত এই "আইনি বিজয়" বাস্তবে কিছুই পরিবর্তন করেনি—এক ফোঁটা ফিলিস্তিনির রক্তও রক্ষা পায়নি, এমনকি ইহুদি বাহিনীর কোনো একটি সৈনিকও সংযত হয়নি, নেতা তো দূরের কথা! ফলে এ "বিজয়ের" উচ্ছাস খুব দ্রুতই মিলিয়ে গেল, বাকি থাকলো কেবল 'ক্ষতিগ্রস্ত সরকারের স্মারকে' লেখা কালিটুকুই!

ক্রুসেইডার হাঙ্গেরিতে ইহুদি তাগুতের এই উষ্ণ অভ্যর্থনা আবারো সেই সত্যটি সামনে নিয়ে আসলো —যা আমরা প্রতিনিয়ত মুসলিমদের মনে গেঁথে দেওয়ার চেষ্টা করেছি। আর তা হলো: তথাকথিত "আন্তর্জাতিক আইন" কুফরের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং ইসলামের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে লিপ্ত। এই আইনগুলো মূলত বানানো হয়েছে বড় বড় দেশগুলোর ও শক্তিশালী সেনাবাহিনীগুলোর মাপ অনুযায়ী—তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য। দুর্বল দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষার জন্য নয়, মুসলিমদের ন্যায়বিচার পাওয়ার তো প্রশ্নই আসে না। কেননা এইসব আইন বানায় তারাই যারা ক্ষমতাধর, প্রয়োগও করে তারা; আবার যখন তাদের স্বার্থে লাগে না, তখন বাতিল করে দেয়। সবই চলে তাদের সুবিধামতো।

এই যে দেখুন, বিশ্বের বড় বড় কুফরি রাষ্ট্রগুলো "আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত" নিজেরাই কুক্ষিগত করে রেখেছে নিজেদের স্বার্থে, আর নিজের নীতির বিরুদ্ধে যেকোনো সিদ্ধান্ত রুখে দেওয়ার জন্য তাদের হাতে রয়েছে "ভেটো পাওয়ার" (নিষেধাজ্ঞা আরোপের অধিকার)। তাদের কুফরি সেনাবাহিনী ধর্মীয় যুদ্ধ ও পুরোনো বিদ্বেষের বশে একের পর এক দেশ দখল করে চলছে, তাদের আগ্রাসনের মানচিত্র প্রতিনিয়ত বাড়ছে—এবং তারা এসব তথাকথিত আইন বা বিচারালয়ের কোন দামই দেয় না। তাহলে প্রশ্ন জাগে: "আন্তর্জাতিক আইন আর "আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবুনাল" মুসলিমদের জন্য কী করেছে? - ইরাক, শাম, ইয়েমেন, আফগানিস্তান ও ফিলিস্তিনসহ অন্যান্য জায়গায় তারা কি মুসলিমদের অধিকার রক্ষা করতো পেরেছে? তারা কি তাদের ভূমি ফিরিয়ে দিয়েছে কিংবা মুসলিম জনগোষ্ঠীর উপর হামলা রোধ করেছে? তারা কি এপর্যন্ত কোন হামলাকারীর বিচার করেছে বা শাস্তি দিয়েছে?!

ইহুদি ও হাঙ্গেরিয় দুই তাগুতের সাম্প্রতিক সাক্ষাতে দেওয়া বক্তব্যগুলো একথারই পরিষ্কার প্রমাণ যে, তাদের মধ্যে সাধারণ মিল ও সম্পর্কের মূল ভিত্তি হলো -ইসলামবিরোধী ইহুদি-নাসরানি আকিদা-বিশ্বাস। কেননা হাঙ্গেরির তাগুত স্পষ্টভাবেই বলেছে: "আমরা ইউরোপে ইহুদি ও নাসরানি সভ্যতার পতাকাবাহক।" আর ইহুদি তাগুত তাকে সমর্থন জানিয়ে আরো স্পষ্ট করে বললো: "আমরাও আমাদের ইহুদি-নাসরানি সভ্যতার ভবিষ্যতের জন্য লড়াই করছি।"

এটি আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় সম্প্রতি ঘটে যাওয়া একটি মিডিয়া বিতর্কের কথা, যেখানে "আমেরিকান ডিফেন্স সেক্রেটারির" কিছু ছবি প্রকাশিত হয়েছিল, যাতে তার বাহুতে আরবি ভাষায় "কাফির" শব্দটি লেখা ছিল, এবং আরও কিছু দ্ব্যর্থহীন শব্দ ছিল যা ক্রুসেড যুদ্ধকে মহিমান্বিত করে। এটি এবং অন্যান্য ঘটনাগুলি, যা আল্লাহর তাকদীর ও হিকমত অনুযায়ী ঘটছে, এগুলো মানুষকে সতর্কবার্তা দেয় এবং চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে, ইহুদি-নাসারারা আমাদের বিরুদ্ধে গভীরভাবে শিকড়িত একটি ধর্মীয় যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা এই পতাকার নিচে একত্রিত হয়, সমস্ত আইনকে তাদের স্বার্থে নমনীয় করে, সমস্ত চুক্তি তাদের স্বার্থে পরিবর্তন করে, এবং তাদের স্বার্থবিরোধী সমস্ত আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তিকে তারা উপেক্ষা করে। এটি আল্লাহ তা'আলার বাণীকে বাস্তবে প্রতিফলিত করে। তিনি বলেন:

{وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا} وقوله تعالى: {وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ}

"তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যতক্ষণ না তারা তোমাদের দ্বীন থেকে ফিরিয়ে নিতে পারে, যদি তারা সক্ষম হয়" আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন: "এবং ইহুদি ও নাসারারা কখনো তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের দ্বীন অনুসরণ না করো।" কাজেই, মুসলিমদের বিরুদ্ধে ঘোষিত এই যুদ্ধই তাদের নীতিমালা ঠিক করে দেয় এবং তাদের সেনাবাহিনীর জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে।

ইহুদি ও খ্রিস্টান নেতাদের মুখে বারবার উচ্চারিত হওয়া এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেও, বহু নামধারী মুসলিমরা মাটির নিচে মাথা গুঁজে রেখেছে। দুই হাতে আঁকড়ে ধরেছে জাহেলী আন্তর্জাতিক আইন। তারা চেয়ে থাকে কখন সেখান থেকে কি সিদ্ধান্ত আসে এবং সেটার উপরেই ভরসা করে। যেন সমস্ত কুরআনের আয়াত অতপর বাস্তব ঘটনাগুলো এটাকে বর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়!

বর্তমান সময়ে, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি ঈমান রাখা ও তার দুয়ারে ধরনা দেওয়ার এই অসুস্থ প্রবণতা শুধুমাত্র ধর্মনিরপেক্ষদের মাঝে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি সংক্রামক ব্যাধির মতো "ইসলামিকদের" মাঝে এমনকি "জিহাদিদের" মাঝেও বিস্তার লাভ করেছে। ফলে অনেকে এই আইনের প্রতি ঈমান রাখে, শ্রদ্ধা প্রকাশ করে এবং এর প্রতি আনুগত্যের কথা ব্যক্ত করে। আরেকদল আছে, যারা তাদের এই ঈমান প্রকাশ করে না! তারা এখনো 'আবেদন ও প্রত্যাশার' পাঁচা গর্তে পড়ে আছে —প্রভুদের পা চাটছে, চাটুকারিতা করছে; কিন্তু মুখ ফুটে এখনও বলা হয়নি যে, তাদের প্রতি সে পূর্ণ ঈমান রাখে!

এসকল জাহিলি "আন্তর্জাতিক আইন" এবং তার বিচারালয় ও প্রতিষ্ঠানগুলো বর্জন করা মুসলিমদের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য —শুধুমাত্র তার যুলুম, পক্ষপাতিত্ব এবং অসংগতির কারণেই নয়, বরং এই আন্তর্জাতিক আদালতগুলোকে বর্জন করার জন্য মুসলিমদেরকে আদেশ করা হয়েছে -এজন্যই বর্জন করতে হবে। এমনকি যদি এই আইন এবং আদালত মুসলিমদের জন্য কুদস ও দামেস্কের ভূমি পুনরুদ্ধার করে দেয়, তারপরও একে বর্জন করতে হবে! কেননা এই সকল আইন-কানুন ও জাহেলি বিচার ব্যবস্থা বর্জন করা আকীদার মৌলিক বিষয়। এটা কুফর বিত-ত্বগুত তথা, তাগুত বর্জনের অন্তর্ভুক্ত -যা ছাড়া ঈমান সম্পূর্ণ হতে পারে না। কাজেই, মুসলিমদের উচিত তাদের পরিবারের সদস্যদের, সন্তানদের এবং আশপাশের মানুষদের এই আকীদা শেখানো, যা বর্তমানে কথিত "ইসলামিকদের" গোমরাহি ও "জিহাদিদের" দ্বীন বিকৃতির মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে প্রায়। বস্তুত এই জাহেলী আইন-কানুন ও তার সংবিধান, সংসদ আর পার্লামেন্টের ফিতনাটা বিস্তার লাভ করিয়েছে গোমরাহির দিকে আহ্বানকারী (দায়ীরা) -যারা এটাকে নরমালাইজ করেছে এবং আধুনিকতা ও সভ্যতার নামে মানুষের কাছে এটা পৌঁছে দিয়েছে। তারা বুঝিয়েছে এগুলো মানুষের জীবনমান উন্নত করণের একটি মডেল মাত্র, এর সাথে ঈমান-কুফরের কোন সম্পর্ক নেই!

যারা আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেন, তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হলো ইসলামকে শাসক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা, ইসলামের উপর যেন কারো শাসন না চলে। এবং তাদের মিশন হলো আল্লাহর বান্দাদেরকে সকল প্রকার জাহেলী মূর্তি (আর তাগুতের) ইবাদত থেকে বের করে এনে তাদের আসল মালিক আল্লাহ'র ইবাদতের দিকে ফিরিয়ে আনা। তাদের কর্মপদ্ধতি হলো, নিজের জান ও মাল বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর যমিনে আল্লাহর শরীয়াহ প্রতিষ্ঠা করা, এবং দুনিয়ার মানুষকে আদল ও ইনসাফের শাসন উপহার দেওয়া। কত বড় ও মর্যাদাপূর্ণ মিশন এটি! কত মহান এ লক্ষ্য-উদ্দ্যেশ্য! আর কত বড় তাদের প্রতিদান যারা এই মিশন ও লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে! {وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} "নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের সাহায্য করবেন যারা তাঁকে সাহায্য করবে। আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিশালী, প্রবল ক্ষমতার অধিকারী।"